সংবাদ

005

তারিখ ... 2.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম ... 6 ...

ঢাকা : বুধবার, ১৮ই পৌষ, ১৩৯১

টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজ সরকারীকরণের পর—

টাঙ্গাইল, ২৫শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতা, বেঞ্চের স্বল্পতা এবং ছাত্রী নিবাসে অব্যবস্থার কারণে দেশের প্রথম মহিলা ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় টাঙ্গাইল কুমুদিনী সরকারী কলেজে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এসঙ্গে শিক্ষার মানও হ্রাস পাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে বি, এ পরীক্ষায় এ কলেজের পরীক্ষার্থীদের ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও সন্তোষজনক নয়।

দেশে নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে ১৯৪৩ সালে প্রখ্যাত সমাজসেবক দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা টাঙ্গাইল শহরের সাবালিয়া এলাকায় সাড়ে তের একর জমির ওপর মায়ের নামে কুমুদিনী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৯ সালে কুমুদিনী কলেজকে সরকারীকরণ করা হয়। এর পর এখানে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর অধ্যক্ষ নেই, নেই উপাধ্যক্ষ, ৫৭ জন সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষকের মধ্যে আছেন মাত্র ২৯ জন। বাকী ২৮টি পদই শূন্য আছে দীর্ঘদিন যাবৎ সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে ৯টি। কিন্তু সবগুলো পদই শূন্য রয়েছে। বর্তমানে একজন সিনিয়র সহকারী অধ্যাপক এই কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবৎ প্রাণিবিদ্যা এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগে একজনও শিক্ষক নেই। রসায়ন বিদ্যা বিভাগে একজন মাত্র শিক্ষক আছেন। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই ঢাকায় থাকেন ফলে এ সমস্ত বিভাগে শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।

সরকারীকরণের পর কুমুদিনী কলেজের উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বেসরকারী থাকা অবস্থায় কুমুদিনী কল্যাণ ট্রাষ্ট এ কলেজে একটি বৃহদাকার ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করে। এই ছাত্রী নিবাসের দ্বিতলের একটা অংশ এবং ত্রিতল অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় কলেজ সরকারীকরণ করা হয়। সরকারীকরণের পর দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশী সময় চলে গেছে, কিন্তু অসমাপ্ত এই ছাত্রী নিবাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি।

কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী নিবাসে সিট সংখ্যা তিন শত। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা কম। প্রায়ই এখানে চার পাঁচ শত ছাত্রী থাকে। ফলে ডাবলিং ট্রিপলিং বা ফ্লোরিং-এর আশ্রয় নিতে হয় অনেককে। ডরমেটরী পদ্ধতিতে নির্মিত ছাত্রী নিবাসের এক একটি কক্ষে ৩৫ থেকে ৪০ জন পর্যন্ত ছাত্রীকে থাকতে হয়। ছাত্রী নিবাসে চেয়ার, টেবিল, আলনাসহ অপ্রতুল আসবাবপত্রের কারণে ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ছাত্রী নিবাসে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক ভাল্ব নেই, পানির অভাব তীব্র। ভালো স্নানাগার পর্যন্ত নেই। অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। খাওয়ার মানও ভাল নয়। বহু ছাত্রীই হোষ্টেল চার্জ দিয়েও নিজেরা পৃথকভাবে রেঁধে খেতে বাধ্য হচ্ছে।